সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

# সুন্নাতে ভরা বয়ান

01-December-2016

মিলাদের মাস উদযাপন-কারীদের ঘটনাবলী

(Bangla)

# মীলাদ উদযাপন কারীদের ঘটনাবলী

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষন মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

## দরূদ শরীফের ফযীলত

**নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমাপ্রাপ্তি মূলক বাণী হচ্ছে: "**আল্লাহ তাআলার** সন্তুষ্টির লক্ষ্যে পরস্পর ভালবাসা পোষনকারী যখন মিলিত হয় এবং মুসাফাহা করে আর **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ করে, তবে তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই দু'জনের পূর্বের ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।"

**(মুসনাদে আবি ইয়ালা, ৩/৯৫, হাদীস নং ২৯৫১)**

**গর ছে হে বেহদ কুছুর তুম হো আফউ ও গফুর,**
**বখশ দো জুরম ও খতা তুম পে করোড়ো দরূদ।** (হাদায়িকে বখশীশ, ২৬৬ পৃষ্ঠা)

**পংতিটির ব্যাখ্যা:**

হে আমার দয়াময় **আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যদিওবা আমার গুনাহ অনেক বেশি, কিন্তু আপনি صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো অনেক বেশি ক্ষমা প্রদানকারী ও ক্ষমাশীল, আমার গুনাহ ও ভূলসমূহও ক্ষমা করে দিন, **আল্লাহ তাআলা** আপনার প্রতি কোটি কোটি দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ করুক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। ফরমানে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

**(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)**

## দুটি মাদানী ফুল:

(১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম আমলের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভাল নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

## বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নীচে রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষন সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারন করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!, اُذْكُرُوا اللهَ!, تُوْبُوْا اِلَى اللهِ! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর স্বয়ং আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## জশ্নে বিলাদত উদযাপনকারী বংশ

**মদীনায়ে মুনাওয়ারায়** زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا **ইব্রাহীম** নামে একজন ব্যক্তি **মাদানী আক্বা, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশিক ছিলেন। তিনি সর্বদা হালাল রুজি উপার্জন করতেন এবং ঐ হালাল আয়ের অর্ধেক টাকা মিলাদে **মুস্তফার** জশ্নে মিলাদ উদযাপনের জন্য আলাদা করে জমা করতেন। রবিউন্ নূর শরীফ (রবিউল আউয়াল) এর আগমনের সাথে সাথে শরীয়াতের সীমার ভিতর থেকে জাক জমকের সাথে জশ্নে **ঈদে মিলাদুন্নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উদযাপন করতেন।

www.dawateislami.net

**আল্লাহ্ তাআলার মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে গরীবদের জন্য (লঙ্গর) খাবারের ব্যবস্থা করতেন। ভাল কাজের মধ্যে নিজের টাকা পয়সা ব্যয় করতেন। তাঁর সম্মানিতা বিবি সাহেবানও **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিওয়ানী ছিলেন। স্বামীর সমস্ত কাজে সার্বিক সহযোগিতা করতেন। স্ত্রী ইন্তিকাল করার পরও তার কাজে কোন বিঘ্ন ঘটলনা। একদা ইব্রাহীম তার যুবক সন্তানকে ডেকে উপদেশ দিলেন, "হে প্রিয় সন্তান! আজ রাতে আমার ইন্তিকাল হবে। আমার সারা জীবনের পুঁজি বলতে ৫০টি দিরহাম ও উনিশ গজ কাপড় রয়েছে। কাপড় গুলো কাফনের কাজে ব্যবহার করবে আর বাকী রইল দিরহাম। তা যদি সম্ভব হয় ভাল কাজে ব্যয় করিও। এরপর কলেমায়ে তৈয়্যবা পাঠ করেন এবং এ অবস্থায় তাঁর রূহ দেহ থেকে বের হয়ে গেল। ছেলে অসিয়তমত বাবাকে সমাহিত করলো। এখন ৫০টি দিরহাম কোন্ ভালকাজে ব্যয় করবে, তা তাঁর বুঝে আসছে না। এই চিন্তা নিয়ে যখন রাত্রে ঘুমালো তখন স্বপ্নে দেখলো যে, কিয়ামত সংঘঠিত হয়ে গেছে এবং চারিদিকে সবাই নফসী নফসী শব্দে চিৎকার করছে। সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা জান্নাতের দিকে রওয়ানা দিচ্ছে। যখন দেখলো পাপীদের টেনে হেচড়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন এই যুবক এ ভেবে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছিল যে, তার ব্যাপারে কি ফয়সালা হচ্ছে? ইতোমধ্যে অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো। "এই যুবককে জান্নাতে যেতে দাও।" অতঃপর সে খুশি মনে জান্নাতে প্রবেশ করলো এবং আনন্দচিত্তে ভ্রমণ করতে লাগলো। সাত জান্নাত ভ্রমণ করার পর যখন ৮ম জান্নাতে যেতে চাইলো তখন জান্নাতের দারোগা হযরত রিদওয়ান عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام বললেন: "এই জান্নাতে কেবল তারাই প্রবেশ করতে পারবে যারা মাহে রবিউন নূরে (রবিউল আউয়ালে) **বিলাদতে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিনে আনন্দ উদযাপন করেছে।" এই কথা শুনে ঐ যুবক বুঝতে পারলো আমার সম্মানিত মরহুম পিতা মাতা এই জান্নাতেই হবে। এমতাবস্থায় আওয়াজ আসলো, "এই যুবককে ভিতরে আসতে দাও। তাঁর পিতামাতা তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে চান।" তখন সে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি লাভ করলো। ভিতরে প্রবেশ করে তিনি দেখতে পেলেন, তাঁর মরহুমা আম্মাজান হাওজে কাউছারের নিকট বসা আছেন। পাশে একটি সিংহাসন রয়েছে যার উপর একজন বুজুর্গ মহিলা বসা রয়েছেন।

www.dawateislami.net

তাঁর চারিদিকে চেয়ার বিছানো রয়েছে যার উপর কিছু সম্মানিতা মহিলাগণ বসা রয়েছেন। ঐ যুবক এক ফিরিস্তাকে প্রশ্ন করলো। এই মহিলারা কারা? তিনি (ফিরিস্তা) বললেন: "সিংহাসনের উপর রয়েছেন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাহ্জাদী হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমা যাহ্রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এবং চেয়ারগুলোতে রয়েছেন; হযরত খদিজাতুল কোবরা, আয়েশা ছিদ্দিকা, সায়্যিদাতুনা মরিয়ম, সায়্যিদাতুনা আছিয়া, হযরত সায়্যিদাতুনা সারা, সায়্যিদাতুনা হাজেরা, সায়্যিদাতুনা রাবেয়া, হযরত জুবায়দা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُنَّ। সে এ দৃশ্য দেখে খুব আনন্দিত হলো। আরো সামনে অগ্রসর হয়ে দেখলো, এক বিশাল সিংহাসন বসানো হয়েছে এবং তার উপর **আল্লাহ্র মাহবুব, দানায়ে গুয়ুব, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চাঁদের চেয়েও উজ্জল নূরানী আপন চেহারা মোবারক নিয়ে বসা আছেন। চারপাশে চারটি চেয়ার বসানো আছে, যেগুলোর উপর খোলাফায়ে রাশেদীন عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان বসা আছেন, ডানদিকে স্বর্ণের চেয়ারে নবীগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام বসা রয়েছেন, বাম দিকে শোহাদায়ে কিরাম বসা রয়েছেন। ইতোমধ্যে তার মরহুম পিতা ইব্রাহীমকেও **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট বসা সমাবেশে দেখতে পেলো। তার পিতা তাকে নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলো। সে তার আব্বাকে পেয়ে অনেক খুশি হলো এবং প্রশ্ন করলো: **হে আব্বাজান!** আপনার এই মহান মর্যাদা কিভাবে অর্জন হলো? উত্তর দিলেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এটা হলো **জশ্নে মিলাদুন্নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উদযাপনের প্রতিদান। এরপর ঐ যুবকের চোখ খুলে গেল। সকাল হওয়ার সাথে সাথে ঐ যুবক তার ঘর বিক্রি করে দিলো এবং মরহুম পিতার অবশিষ্ট ৫০ দিরহামের সাথে নিজের সমস্ত টাকা একত্রিত করে খাবারের আয়োজন করলো এবং আলিম-ওলামা ও নেক্কার বান্দাদের দাওয়াত দিলো। তার অন্তর দুনিয়ার মোহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। সারাক্ষণ মসজিদে ইবাদত ও মসজিদের খেদমত করতে লাগলো এবং তাঁর জীবনের অবশিষ্ট ৩০ বছর ইবাদত বান্দেগীতে কাটিয়ে দিলো। ইন্তিকালের পর কেউ তাঁকে স্বপ্নে জিজ্ঞাসা করলো: "আপনার এখন কি অবস্থা?" উত্তরে বললো: **"জশ্নে বিলাদত"** উদযাপনের বরকতে আমাকে জান্নাতে আমার মরহুম আব্বাজানের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। (বসন্তের প্রভাত, ১০-১৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

বখশ দেয় মুজকো ইলাহী বেহরে মিলাদুন্নবী,
নামায়ে আমাল ইছয়া ছে মেরা ভরপুর হে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪৮৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা জশ্নে **ঈদে মিলাদুন্নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উদযাপনকারীর ঈমন তাজাকারী ঘটনা শ্রবণ করলেন, প্রকৃতপক্ষে **আল্লাহ তাআলা** মিলাদ শরীফ উদযাপন কারীদের উপর খুশি হন এবং তাদের উপর নিজের নেয়ামত এবং দয়ার বর্ষন করেন। নিঃসন্দেহে মিলাদ শরীফ উদযাপন করা, মিলাদে নিজের ঘর, গলি, মহল্লা এমনকি নিজের গাড়িতেও মাদানী পতাকা, রঙ বেরঙের লাইট দিয়ে সাজানো, রবিউল আউয়ালের চাঁদ দেখতেই মসজিদে মোবারকবাদের ঘোষণা করা, এই মোবারক মাসের আগমনে বিশেষ করে গুনাহ হতে তাওবা করা, সুন্নাত ও নেকীর প্রতি অটলতার মহান মাধ্যম অর্থাৎ "মাদানী ইনআমাত" অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার দৃঢ় সংকল্প করা, শহর-বন্দর, গ্রাম **"মারহাবা ইয়া মুস্তফা"**র শ্লোগানে সাড়া জাগানোর জন্য ইসলামী ভাইদের মাদানী কাফেলায় সফর করা, ইজতিমায়ে মিলাদ ও জুলুসে মিলাদে মাকতাবাতুল মদীনার মাদানী রিসালা বন্টন করে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করা, রবিউল আউয়ালের ১২ দিন পর্যন্ত এলাকার বিভিন্ন মসজিদে জশ্নে বিলাদতের আজিমুশ্শান সুন্নাতে ভরা ইজতিমা করা, রবিউল আউয়ালের সাপ্তাহিক ইজতিমা এবং মাদানী মুযাকারায় মাদানী পতাকা সহ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করা, ১২তম রাতে এই মহান রাতের সম্মানের নিয়্যতে গোসল করা, নতুন পোশাক পরিধান করা, নিজের সর্বদা ব্যবহারের জিনিষ নতুন নেয়া, **খাতামুল মুরসালিন, রাহমাতুল্লিল আলামিন, শাফিউল মুযনিবিন, আনিসুল গারিবিন, সিরাজুস সালিকিন, মাহবুবে রাব্বিল আলামিন, জনাবে সাদিক ও আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর আমল করে বিলাদতের দিন রোযা রাখা, ১২তম রাতে ইজতিমায়ে মিলাদের অতিবাহিত করে সুবহে সাদিকের সময় হাতে মাদানী পতাকা উত্তোলিত করে, দরূদ ও সালামের মাল্য নিয়ে, অশ্রুসজল চোখে **"বসন্তের প্রভাত"**কে স্বাগতম জানানো, ফযরের নামাযের পর **"সালাম ও ঈদ মোবারক"** বলে পরস্পর উৎফুল্ল ভাবে সাক্ষাৎ করা,

www.dawateislami.net

সারা দিন ঈদের মোবারকবাদ পেশ করা এবং আনন্দ প্রকাশ করা, ইজতিমায়ে মিলাদ এবং জুলুসে মিলাদের আশিকানে রাসূলের জন্য লঙ্গরে মীলাদিয়ার (খাবার খাওয়ানো) ব্যবস্থা করা, জুলুসে মিলাদে মাদানী পতাকা উত্তোলন করে, ওযু সহকারে মুখে দরূদ ও সালামের সূর তুলে, **নবী**র সম্মানে অবনত মস্তকে **"মারহাবা ইয়া মুস্তফা"**র শ্লোগানে মুখরিত করুন এবং বেশি বেশি দান ও সদকা করা সাওয়াব ও প্রতিদান লাভের মাধ্যম।

**জব তলক ইয়ে চাঁন্দ তারে জিলমিলাতে জায়েঙ্গে, তব তলক জশ্নে বিলাদাত হাম মানাতে জায়েঙ্গে।**
**উন কে আশিক নূর কি শময়েঁ জালাতে জায়েঙ্গে, জবকেহ হাসিদ দিল জালাতে চটফটাতে জায়েঙ্গে।**
**হাশর তক জশ্নে বিলাদত হাম মানাতে জায়েঙ্গে, মারহাবা কি ধুম ইয়ারো! হাম মাচাতে জায়েঙ্গে।**
**জুম কর সারে কাহো আক্বা কি আমদ মারহাবা, হাশর মে ভি হাম এহি নারা লাগাতে জায়েঙ্গে।**
**তুম করো জশ্নে বিলাদত কি খুশি মে রৌশনি, ওহ তুমারী গোরে তিরা জগমগাতে জায়েঙ্গে।**
**যিক্রে মিলাদে মোবারক কেয়ছে ছোড়েঁ হাম ভালা, জিন কা খাতে হে উনকি গীত গাতে জায়েঙ্গে।**

**(ওসায়িলে বখশীশ, ৪১৬-৪১৮ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেহেতু **আল্লাহ তাআলা**র রহমত, যা শুধু মাত্র একটি গোত্র বা দেশের জন্যই নয় বরং **তিনি** সকল জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ, যেমনটি পারা ১৭ সুরা আম্বিয়া এর ১০৭নং আয়াতে ইরশাদ করে করেন:

وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۰۷﴾

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।

**আল্লাহ্ তাআলা**র রহমত অর্জনে আনন্দ উদযাপনের আদেশ তো **আল্লাহ্ তাআলা**ই স্বয়ং ইরশাদ করেছেন; যেমনটি পারা ১১, সূরা ইউনুস এর ৫৮ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿۵۸﴾

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপনি বলুন- **আল্লাহ্**রই অনুগ্রহ তারই দয়া এবং সেটার উপর তাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিৎ। তা তাদের সমস্ত ধন-দৌলত অপেক্ষা উত্তম। **(পারা-১১, সুরা- ইউনুছ, আয়াত-৫৮)**

www.dawateislami.net

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই আয়াতে মুবারাকা সম্পর্কে বলেন: হে **মাহবুব**! লোকদের এই সুসংবাদ দিয়ে এই আদেশও দিন যে, **আল্লাহ তাআলা**র দয়া এবং **তাঁর** রহমত অর্জিত হওয়াতে খুশি উদযাপন করো। সাধারণ খুশি তো সর্বদা উদযাপন করো এবং বিশেষ খুশি সেই তারিখে উদযাপন করো যেই তারিখে নেয়ামত অর্জিত হয়েছে অর্থাৎ রমযানে, বিশেষকরে শবে কদর এবং রবিউল আউয়ালে, বিশেষকরে **১২**তম তারিখে, কেননা রমযানে **আল্লাহ তাআলা**র অনুগ্রহ "কোরআন" এসেছে এবং রবিউল আউয়ালে **রহমাতুল্লিল আলামিন**, অর্থাৎ **মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুভাগমণ করেছেন। এই দয়া ও অনুগ্রহ বা এর খুশি উদযাপন করা তোমাদের দুনিয়ায় জমাকৃত ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা, জমি-জমা, গৃহপালিত পশু, ক্ষেত খামার বরং সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি সবকিছুর চাইতে উত্তম। এই খুশির উপকারীতা ব্যক্তিগত নয় বরং জাতিগত। অস্থায়ী নয় বরং স্থায়ী। শুধু দুনিয়ায় নয় বরং দ্বীন ও দুনিয়া দু'টিরই। শারীরক নয় বরং আত্মীক ও আধ্যাত্মীক। ধ্বংসময় নয় বরং এতে সাওয়াব রয়েছে। **(তাফসীরে নঈমী, ১১/৩৬৯)**

**খুশিয়াঁ মানাও ভা'ইও! ছরকার আ'গেয়ে, ছরকার আ'গেয়ে শাহে আবরার আ'গেয়ে।**
**সব ঝুম ঝুম কর কাহো ছরকার আ'গেয়ে, দোনো জাহাঁ কে মালিক ও মুখতার আ'গেয়ে।**
**খুশইয়ুঁ কে লমহে আ'গেয়ে দি'ওয়ানে ঝুম উঠে, ঈদোঁ কি ঈদ আ'গেয়ী ছরকার আ'গেয়ে।**

**♣ ছরকার কি আমদ ... মারহাবা ♣ সরদার কি আমদ ... মারহাবা**
**♣ আমেনা কে ফুল কি আমদ... মারহাবা ♣ রাসূলে মাকবুল কি আমদ ... মারহাবা**
**♣ পেয়ারে কি আমদ ... মারহাবা ♣ আচ্ছে কি আমদ ... মারহাবা**
**♣ সাচ্ছে কি আমদ ... মারহাবা ♣ সোহনে কি আমদ ... মারহাবা**
**♣ মোহনে কি আমদ ... মারহাবা ♣ মুখতার কি আমদ ... মারহাবা**
**মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা**
**মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** মিলাদ শরীফ উদযাপন করা কোরআনী আদেশ এবং **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে খুশি করার মাধ্যম। প্রতি বছর রবিউল আউয়াল মাস নিজের সকল মহত্ব, রহমত এবং বরকত সমূহ নিয়ে উপস্থিত হয় আর সৌভাগ্যবান আশিকে রাসূলরা আপন আপন সামর্থ্য অনুযায়ী নিজের ঘর, দোকান, গাড়ি, গলি, মহল্লা এবং শহরকে মাদানী পতাকা এবং রঙ বেরঙের লাইট দিয়ে সাজিয়ে খুশি উদযাপন করে। জশ্নে বিলাদত উদযাপন করার পাশাপাশি আমাদের এটাও জানা উচিৎ যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই দুনিয়ায় কখন এবং কোন দিন শুভাগমন করেছেন আর সেই দিনের তারিখ কি ছিলো? আসুন! এপ্রসঙ্গে শ্রবণ করি।

**নবীদের সরদার, উভয় জাহানের মালিক ও মুখতার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমগ্র পৃথিবীর জন্য হিদায়তের দিশারী হয়ে আসহাবে ফিল (হস্তী বাহিনীর) ঘটনার ৫৫ দিন পর ১২ রবিউন আউয়াল মোতাবেক ২০ এপ্রিল ৫৭১ সালে সোমবার সুবহে সাদিকের সময়, যখন আকাশে তখনো কিছু তারকা মিটমিট করছিল। চাঁদের মত চেহারা চমকিয়ে, কস্তুরির সুগন্ধ ছড়াতে ছড়াতে, খত্না সম্পন্ন নাভী মোবারক কাঁটা অবস্থায়, দুই কাঁধ মোবারকের মাঝখানে মোহরে নবুওয়াত দীপ্তিমান, দু'চোখ মোবারকে সুরমা লাগানো, পবিত্র শরীর, দুই হাত জমিনের উপর রেখে, মাথা মোবারক আসমানের দিকে উঠিয়ে পৃথিবীতে শুভাগমণ করেন। (মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া লিল্ কুস্তলানী, ১/৬৬-৭৫)

**চাঁন্দ সা চমকাতে চেহারা নূর বরসাতে হুয়ে,**
**আ'গেয়ে বদরুদ্দোজা আহলান ওয়া সাহলান মারহাবা।**
**আমেনা কে ঘর মে আক্বা কি বিলাদত হো গেয়ী,**
**মারহাবা সাল্লে আলা আহলান ওয়া সাহলান মারহাবা।**
**সুয়ী কিসমত জাগ উঠি অউর সব কি বিগড়ী বন গেয়ী,**
**বাবে রহমত ওয়া হুয়া আহলান ওয়া সাহলান মারহাবা।**

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৪৬-১৪৭ পৃষ্ঠা)

হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মক্কাবাসীরাও এটির বাস্তবায়ন করে যে, তারা ১২ রবিউল আউয়ালের দিনেই **হুযুরের** ঘর (আস্তানা শরীফের) যিয়ারতের জন্য যান এবং সেখানে মিলাদ শরীফের মাহফিল সমূহ আয়োজন করেন। (মাদারিজুন্নবুয়ত, ২/১৪)

www.dawateislami.net

সাহাবে রহমতে বারী হে বারভী তারিখ, করম কা চশমা জারি হে বারভী তারিখ।
হামেঁ তো জান সে পেয়ারী হে বারভী তারিখ, আদও কে দিল কো কাটারী হে বারভী তারিখ।
হাজার ঈদোঁ এক এক লহযা পর কোরবাঁ, খুশি দিলো পে ওহ তারী হে বারভী তারিখ।
হামেশা তুনে গোলামেঁ কে দিল কিয়ি ঠান্ডে, জলে জু তুঝ সে ওহ নারি হে বারভী তারিখ।
হাসান বিলাদতে ছরকার সে হোয়া রওশন, মেরে খোদা কো ভি পেয়ারী হে বারভী তারিখ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## শবে কদর থেকেও উত্তম রাত

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** নিঃসন্দেহে বারভী (১২) তারিখ বড়ই মহত্বপূর্ণ, এই বারভী তারিখেই কুফর ও শিরিকের মেঘ কেটে যায়, এই বারভী তারিখেই চারিদিকে আলোকিত হয়ে যায়, এই বারভী তারিখেই সর্বত্র আনন্দের বার্তা ছেয়ে যায়, এই বারভী তারিখেই জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কাবার ছাদে পতাকা স্থাপন করলেন এবং এটি সেই বারভী তারিখ যা শবে কদর থেকেও উত্তম। যেমনটি-

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "নিঃসন্দেহে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমণের রাত লাইলাতুল কদর থেকেও উত্তম। কেননা বিলাদতের রাত **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই দুনিয়াতে শুভাগমণের রাত। যেহেতু 'লায়লাতুল কদর' **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রদত্ত একটি মাত্র রাত। আর যে রাত **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর 'জাতে মুকাদ্দাছ' প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে সম্মানিত, তা ঐ (শবে কদরের) রাতের চেয়েও বেশি উত্তম, যে রাত ফিরিস্তা অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে সম্মানিত হয়েছে। (মা-ছাবাতা বিস্‌সুন্নাহ্, ১৩৫ পৃষ্ঠা)

## সকল ঈদের সেরা ঈদ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **১২ই** রবিউন আউয়াল মুসলমানদের জন্য সকল ঈদের সেরা ঈদ। নিঃসন্দেহে আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই পৃথিবীতে জল-স্থলের মহান বাদশাহ্ হিসেবে যদি না আসতেন তবে কোন ঈদ ঈদই হতো না, কোন রাত **'শবে বরাত'** হতো না। বরং আসমান জমিনের যাবতীয় সৌন্দর্য ও শান শওকত তিনি **জানে জাহান, মাহবুবে রহমান, সরওয়ারে দো'জাহান, রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদম শরীফের ধূলোর সদকা।

www.dawateislami.net

ওহ জু না থে তো কুছ ন থা, ওহ জু না হো তো কুছ না হো।
জান হে ওহ জাহান কি জান হে তো জাহান হে। (হাদায়িকে বখশিশ, ১২৬ পৃষ্ঠা)

♣ ছরকার কি আমদ ... মারহাবা ♣ সরদার কি আমদ ... মারহাবা
♣ আমেনা কে ফুল কি আমদ... মারহাবা ♣ রাসূলে মাকবুল কি আমদ ... মারহাবা
♣ পেয়ারে কি আমদ ... মারহাবা ♣ আচ্ছে কি আমদ ... মারহাবা
♣ সাচ্ছে কি আমদ ... মারহাবা ♣ সোহনে কি আমদ ... মারহাবা
♣ মোহনে কি আমদ ... মারহাবা ♣ মুখতার কি আমদ ... মারহাবা
মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা
মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** জানতে পারলাম যে, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের দিন, সকল দিনে শ্রেষ্ট। সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, শরীয়াতের সীমার মধ্যে থেকে বিশেষ আয়োজনের মধ্য দিয়ে আনন্দচিত্তে এই দিনটি উদযাপন করা, ইজতিমায়ে মিলাদের আয়োজন করা, হাতে মাদানী পতাকা নিয়ে জুলুসে মিলাদে যাওয়া, এই দিনে বেশি পরিমান সদকা করার অভ্যাস গড়া, اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ এর খুবই বরকত অর্জিত হবে।

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: জশ্নে বিলাদতে আনন্দ ও খুশি উদযাপন কারীদের জন্য এই খুশি জাহান্নামের প্রতিবন্ধক হবে। হে মাহবুবের উম্মত! তোমাদের জন্য সুসংবাদ, তোমরা দুনিয়া ও আখিরাতে অধিক মঙ্গলের অধিকারী সাব্যস্ত হলে। **হযরত সায়্যিদুনা আহমদে মুজতবা, মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জশ্নে বিলাদত উদযাপন কারীদের বরকত, সম্মান, মঙ্গল এবং গর্ববোধ হবে, মুক্তার পাগড়ী এবং সবুজ জান্নাতি পোশাক পরিধান করে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাকে অসংখ্য মহল দান করা হবে এবং প্রতিটি মহলে হুর থাকবে। **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অসংখ্য দরূদ পড়ো, জশ্নে বিলাদত উদযাপন করে তা খুবই প্রসার করুন।

(মজমুউ লতিফুন নবী ফি সি'গুল মওলুদুন্নবভীল কুদসী, মওলুদুল ওরুস, ২৮১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

হাফেজুল হাদীস ইমাম আবুল খাইর মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান সাখাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: জশ্নে বিলাদত উদযাপন কারীদের উপর এই আমলের বরকতে মহান দয়া প্রকাশ পায়। (সবলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ১/৩৬২) হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ কাস্তালানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: সৌভাগ্যময় বিলাদতের দিনে মাহফিলে মিলাদ উদযাপন করার উপকারীতায় এই কাজটি পরীক্ষিত যে, এই বছর শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে। **আল্লাহ তাআলা** সেই ব্যক্তির প্রতি রহমত অবতীর্ণ করুক যে বিলাদতের মাসের রাতগুলোকে ঈদ বানিয়ে নিয়েছে। (মাওয়াহিবু লিদ দুনিয়া, ১/৭৮)

**ঈদে মিলাদুন্নবী তো ঈদ কি ভি ঈদ হে,**
**বিল ইয়াকিঁ হে ঈদে ঈদাঁ ঈদে মিলাদুন্নবী।** (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৮০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** জশ্নে বিলাদত উদযাপন করার বিভিন্ন পদ্ধতীর গ্রহনের পাশাপাশি সম্ভব হলে **১২** রবিউল আউয়াল এবং বিশেষ করে প্রতি সোমবার শরীফে রোযা রাখার চেষ্টা করুন, কেননা **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি সোমবার শরীফে রোযা রেখে নিজের জন্মদিন উদযাপন করেন।

## হুযুর পুরনূর ﷺ নিজের জন্মদিন নিজেই উদযাপন করতেন!

হযরত সায়্যিদুনা আবু তাকাদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, একবার **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সোমবারে রোযা রাখার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে, **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এই দিনেই আমি শুভাগমণ করেছি এবং এই দিনেই আমার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে (অর্থাৎ এইদিনেই প্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়)।"

(মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুস সওম, ১/৫৬৩, হাদীস নং ২০৪৫)

অপর এক বর্ণনা শ্রবন করুন যাতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের বিলাদতের আলোচনা করে সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ইরশাদ করেন: আমি এখন তোমাদের বলবো যে, আমার মূল (শুরু) কি।

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর দোয়া, হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর সুসংবাদ এবং আমার আম্মাজানের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا স্বপ্ন, যা তিনি আমার জন্মের সময় দেখেছিলেন, আমার জন্মের সময় একটি নূর আমার সম্মানিত আম্মাজানের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا জন্য প্রকাশিত হলো, যার কারনে শাম দেশের (সিরিয়া) মহলগুলো তাঁর সামনে আলোকিত হয়ে যায়। (মা-সাবাতা বিস সুন্নাহ, যিকিরে শাহার রবিউল আউয়াল, ১৩৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## সাহাবায়ে কিরামগণও মিলাদ উদযাপন করেছেন

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** যেভাবে **আল্লাহ তাআলা** কোরআনে পাকে **হুযুর** صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَيْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শুভাগমনের আলোচনা করেছেন, **তাঁর** উৎকর্ষতাকে বর্ণনা করেছেন এবং স্বয়ং **হুযুর** صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَيْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمও নিজের বিলাদত মোবারকের আলোচনা করেছেন, তেমনিভাবে সাহাবায়ে কিরামগণও عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان নিজ নিজ মাহফিলে **হুযুরে আকরাম, মাহবুবে রাব্বে আকরাম** صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَيْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের খুবই চর্চা করেছেন। যেমনটি-

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; হযরত সায়্যিদুনা মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: একবার **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَيْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان একটি হালকার পাশ দিয়ে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা এখানে কেন বসে আছো? সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: আমরা **আল্লাহ তাআলার** যিকিরের জন্য বসেছি, **তাঁর** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যে, **তিনি** আমাদের ইসলামের হিদায়ত দান করেছেন এবং আপনার মাধ্যমে আমাদের উপর খুবই দয়া করেছেন। তখন **হুযুর** صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَيْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: **আল্লাহ তাআলার** শপথ! তোমরা কি শুধু এই কারণেই এখানে বসে আছো? আরয করা হলো: **আল্লাহ তাআলার** শপথ! আমরা এ ছাড়া অন্য কোন কারণে এখানে বসিনি। তখন **হুযুর** صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَيْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার নিকট জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এসেছে এবং তিনি আমাকে বলেছেন যে, **আল্লাহ তাআলা** তোমাদের (নিয়ে) কারণে ফিরিশতাদের নিকট গর্ববোধ করছেন।

(নাসায়ী, ৮৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৫৪৩৬)

www.dawateislami.net

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** বর্ণনাকৃত হাদীস শরীফের পর হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: জানা গেলো, ইসলাম এবং **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমনের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য মাহফিল করা, হালকা বানিয়ে বসা সাহাবাদের সুন্নাত, এই হাদীস শরীফ মিলাদ শরীফের মাহফিলের ভিত্তি। (মীরাত, ৩/৩২১) মনে রাখবেন! আহলে সুন্নাতের মাযহাবে মিলাদ শরীফের মাহফিল শ্রেষ্টতম মুস্তাহাব এবং উচ্চ পর্যায়ের নেক কাজ সমূহের অর্ন্তভূক্ত।

(আল হক্কুল মুবীন, ১০০)

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মিলাদ শরীফ অর্থাৎ **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র বিলাদতের বর্ণনা করা জায়িয। এই কারণেই এই মজলিশে পাকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফযিলত, মুজিযা, চরিত্র, অবস্থা, জীবন, লালন-পালন, নবুয়তের ঘটনাবলী বর্ণনা হয়ে থাকে, এই বিষয়ের আলোচনা বিভিন্ন হাদীস শরীফেও রয়েছে এবং কোরআন মজীদেও রয়েছে। যদি মুসলমান নিজেদের মাহফিলে বর্ণনা করে বরং বিশেষকরে এই বিষয়াবলী বর্ণনার জন্য মাহফিল সাজায়, তবে তা নাজায়িয হওয়ার কোন কারণ নাই। এই মজলিশের জন্য মানুষদের ডাকা এবং অংশগ্রহণ করা, মঙ্গলের দিকেই ডাকা, যেভাবে ওয়াজ ও জলসার ঘোষনা করা হয়, লিফলেট ছাপিয়ে বিলি করা হয়, সংবাদপত্রে এই বিষয়ে প্রবন্ধ ছাপানো হয় আর এই কারণে সেই ওয়াজ ও জলসা নাজায়িয হয়ে যায় না, তেমনি পবিত্র আলোচনার জন্য ডাকাতে এই মজলিশ নাজায়িয ও বিদআত বলা যাবে না। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৬৪৪-৬৪৫)

**রবিয়ে পাক তুঝ পর আহলে সুন্নাত কিউঁ না কোরবাঁ হো,**
**কেহ তেরি বারভী তারিখ ওহ জানে কমর আয়া।**

(কাবালায়ে বখশীশ, ৩৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** জানা গেল, ইজতিমায়ে মিলাদে **রহমতে আলম, হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র বিলাদত শরীফ, মোবারক লালন-পালন, বাল্যকাল শরীফের ঘটনাবলী বর্ণনা করা, এর জন্য ইজতিমায়ে যিকির ও নাতের আয়োজন করা, এতে অনুষ্ঠিত বয়ানের জন্য লোকদের একত্রিত করা, **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের খুশিতে লোকদের খাবার করানো জায়িয। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মুসলমানরা এই মোবারক মাসে জশ্নে বিলাদতের খুশি উদযাপন করে, মসজিদ, ঘর, দোকান এবং গাড়িতে এমনকি মহল্লায়ও মাদানী পতাকা উড়িয়ে থাকে, লাইটিং করে। রবিউল আউয়াল শরীফের **১২**তম রাতে সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে ইজতিমায়ে যিকির ও নাতে অংশগ্রহণ করে, সুবহে সাদিকের সময় মাদানী পতাকা উঠিয়ে দরূদ ও সালাম পাঠ করে করে অশ্রুসজল নয়নে বসন্তের প্রভাতকে স্বাগতম জানায়, **১২** রবিউল আউয়াল শরীফের দিন রোযা রেখে জুলুসে মিলাদে অংশগ্রহণ করে। মিলাদ শরীফ উদযাপনকারী এমন আশিকানে রাসূলের উপর তো **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুশি হন।

## আমিও এতে সন্তুষ্ট হই

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি **তাজদারে মদীনা, প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বপ্নযোগে দীদার লাভ করলাম। তখন আমি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আরয করলাম: **"হে আল্লাহ্‌র রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! মুসলমানগণ যে প্রতি বছর আপনার শুভাগমণের আনন্দ উদযাপন করে এটা কি আপনার পছন্দ? **দয়ালু নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "যে আমার বিলাদতে খুশি উদযাপন করে এবং আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়, আমিও তার প্রতি সন্তুষ্ট হই।" **(তাজকিরাতুল ওয়ায়েজীন, ৬০০ পৃষ্ঠা)**

**খোদা কি রেযা চাহতাহে দো আলম,**
**খোদা চাহতাহে রেযায়ে মুহাম্মদ।**

**পংতিটির ব্যাখ্যা:** দোনো জাহান **আল্লাহ্ তাআলার** খুশি ও সন্তুষ্টি প্রার্থনা করে এবং **আল্লাহ্ তাআলা** নিজের **মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি চান।

www.dawateislami.net

হাশরের দিন **আল্লাহ্ তাআলা** পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে একত্রিত করে **মদীনার তাজেদার, উভয় জগতের মালিক ও মুখতার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করবেন: "كُلُّهُمْ يَظْلُبُوْنَ رِضَائِيْ وَاَنَا اَطْلُبُ رِضَاكَ يَا مُحَمَّدُ" এরা সবাই আমার সন্তুষ্টি চায় আর **হে মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আপনার সন্তুষ্টি চাই।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## জশ্নে বিলাদত উদযাপনের সাওয়াব

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **"নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমণের রাতে আনন্দ উদযাপনকারীদের প্রতিদান এই যে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর দয়া আর মেহেরবানীতে তাদেরকে **"জান্নাতুন নাঈম"** দান করবেন। মুসলমানগণ সর্বদা মাহফিলে মিলাদ উদযাপন করে আসছে এবং বিলাদতে মুস্তফায় আনন্দিত হয়ে মানুষকে দাওয়াত দেয়, খাবারের আয়োজন করে, বেশি পরিমাণে সদকা করে। খুবই আনন্দ প্রকাশ করে এবং মন খুলে খরচ করে, তাছাড়া **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌভাগ্যময় বিলাদতের আলোচনার ব্যবস্থা করে এবং এই সমস্ত নেক ও ভাল কাজের বরকতে তাদের উপর **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত বর্ষিত হয়। (মা-ছাবাতা বিস্সুন্নাহ্, ১৫৫ পৃষ্ঠা)

♣ **ছরকার কি আমদ ... মারহাবা** ♣ **সরদার কি আমদ ... মারহাবা**
♣ **আমেনা কে ফুল কি আমদ... মারহাবা** ♣ **রাসূলে মাকবুল কি আমদ ... মারহাবা**
♣ **পেয়ারে কি আমদ ... মারহাবা** ♣ **আচ্ছে কি আমদ ... মারহাবা**
♣ **সাচ্ছে কি আমদ ... মারহাবা** ♣ **সোহনে কি আমদ ... মারহাবা**
♣ **মোহনে কি আমদ ... মারহাবা** ♣ **মুখতার কি আমদ ... মারহাবা**

**মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা**
**মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আসুন! এবার রবিউল আউয়াল মাসে মিলাদ উদযাপনকারী আশিকানে রাসূলের অদ্ভুত অবস্থাও দেখুন যে, লোকেরা নিজের ইশক ও ভালবাসার ভরপুর উৎসাহে কিরূপ আয়োজনের সাথে মিলাদের মাসকে উদযাপন করে আসছে।

## বাদশাহর মিলাদের আগ্রহ

আরবেল এর বাদশাহ আবু সাঈদ মুযাফ্ফর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ প্রতি বছর রবিউল আউয়ালে বড় ধুমধাম সহকারে মিলাদ শরীফ উদযাপন করতেন, অনেক বড় মাহফিলের আয়োজন করতেন। এই মাহফিলে অংশগ্রহণকারীদের বর্ণনা হলো যে, এই মিলাদ মাহফিলে ভূনা পাঁচ হাজার ছাগলের মাথা দেখতাম, ১০ হাজার মুরগী, ফিরনীর একলক্ষ পেয়ালা এবং হালুয়ার ত্রিশ হাজার বাটি দেখতাম, অসংখ্য ওলামা এবং সূফী মিলাদ মাহফিলে অংশগ্রহণ করতেন, বাদশাহ (আবু সাঈদ মুযাফ্ফর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) তাঁদের দামী পোশাক পরিধান করতেন, উপহার প্রদান করতেন, তিনি প্রতিবছর মিলাদ মাহফিলে তিন লাখ দিনার খরচ করতেন, মেহমানদের জন্য মেহমানখানা থাকতো, তিনি প্রতি বছর তার ঘরে বাৎসরীক এক লাখ দিনার খরচ করতেন, ত্রিশ হাজার দিনার খরচ করে হারামাঈন শরীফাইনের রাস্তা ঠিক করাতেন, এই সদকাগুলো ঐ সদকা গুলো হতে আলাদা ছিলো, যা তিনি গোপনে দান করতেন। (সবলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ১/৩৬২)

## মক্কা শরীফে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন

শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আপন সংকলন, **"সীরাতে মুস্তফা"** এর ৭২ নং পৃষ্ঠায় লিখেন: যেই পবিত্র স্থানে **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিলাদত (শুভাগমণ) হয়েছে, ইসলামের ইতিহাসে সেই জায়গার নাম **"মওলুদুন্নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم" (**নবী**র জন্মগ্রহনের স্থান), এটি অনেক বরকতময় স্থান। মুসলমান শাসক এবং মিলাদ মাহফিল উদযাপনকারী বাদশাহগণ এই মোবারক অবিস্বরণীয় স্থানে শানদার অট্টালিকা বানিয়ে দিয়েছিলেন,

www.dawateislami.net

যেখানে হারামাঈন শরীফাঈনের অধিবাসীরা এবং পুরো দুনিয়া থেকে আসা মুসলমান রাত দিন মিলাদ মাহফিল করতেন এবং সালাত ও সালাম পাঠ করে তার নযরানা (হাদিয়া) **হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বারগাহে (মহান দরবারে) পেশ করতে থাকতেন।

## ফিরিশতাদের আলো

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দীস হযরত সায়্যিদুনা শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আপন কিতাব **"ফুয়ুযুল হারামাঈন"** এ লিখেন: আমি একবার সেই মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত ছিলাম, যা মক্কা শরীফে রবিউল আউয়ালের **১২**তম তারিখে মওলিদুন্নবীতে (অর্থাৎ **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমণের স্থান) অনুষ্ঠিত হয়েছিলো, যখন বিলাদতের আলোচনা করা হচ্ছিলো তখন আমি দেখলাম যে, হঠাৎ এই মজলিশ থেকে কিছু আলো উর্ধ্বে উঠে গেলো, আমি সেই আলোর প্রতি গভীর দৃষ্টি দিলে করলে বুঝতে পারলাম যে, তা **আল্লাহ তাআলা**র রহমত এবং ঐ সকল ফিরিশতার আলো ছিলো, যার এ ধরণের মাহফিলে উপস্থিত হয়ে থাকে।

**(সীরাতে মুস্তফা, ৭২-৭৩ পৃষ্ঠা)**

**নূরী মাহফিল পে চাদর তনি নূর কি,**
**নূর পেহলা হোয়া আজ কি রাত হে।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## মাদানী তরবিয়্যত গাহ এর পরিচিতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করার জন্য প্রায় **১০৩**টি বিভাগে মাদানী কাজ করে যাচ্ছে, এর মধ্যে একটি বিভাগ হলো "মাদানী তরবিয়্যত গাহ"। যাতে আশিকানে রাসূল বিভিন্ন দেশ, শহর এবং গ্রাম থেকে আগত ইসলামী ভাইদের মাদানী প্রশিক্ষন দিয়ে থাকেন। অতঃপর এই ইসলামী ভাই ইলমে দ্বীন শিখে এবং সুন্নাতের প্রশিক্ষণ নিয়ে এলাকায় গিয়ে "নেকীর দাওয়াত" এর মাদানী ফুলের সুবাস ছড়াতে থাকে।

www.dawateislami.net

সুতরাং আমাদেরও বিভিন্ন সময়ে সুন্নাতের শিক্ষা অর্জনের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী তরবিয়্যত গাহে উপস্থিত হওয়া উচিৎ এবং যা শিখবো তা অন্যদের নিকট পৌঁছানোর সৌভাগ্য অর্জন করা উচিৎ। তাছাড়া যে ইসলামী ভাইয়েরা একসাথে বেশি দিনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে না, তাদেরকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাদেরকেও সময়ে সময়ে কিছুক্ষনের জন্য হলেও মাদানী তরবিয়্যত গাহে পাঠাতে থাকুন, এর বরকতেও অনেক আশিকানে রাসূল **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে আমলীভাবে সম্পৃক্ত হয়ে মাদানী কাজের সাড়া জাগানোকারী হয়ে যায়। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## মদীনা শরীফে প্রতিদিন মিলাদ মাহফিল

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: (আমার পীর ও মুর্শিদ) হযরত সায়্যিদুনা কুত্বে মদীনা (মাওলানা যিয়াউদ্দীন আহমদ মাদানী কাদেরী) رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি (ভালবাসা) ইশ্‌ক খুব গভীর ছিলো। এ কথা বললে মোটেও অতুক্তি হবে না যে, তিনি **ফানা ফির রাসুল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনা করাই তাঁর দিন-রাতের একমাত্র কাজ ছিলো। যিয়ারতের জন্য আগত লোকজনের নিকট তিনি প্রায় সময় জিজ্ঞাসা করতেন: 'আপনি কি না'ত শরীফ পড়েন?' সে যদি উত্তরে হ্যাঁ বলে, তাবে তাঁর নিকট হতে তিনি না'ত শরীফ শুনতেন। খুবই আন্তরিকতা ও মনোযোগের সাথেই শুনতেন। আবেগাপ্লুত হয়ে বার বার তিনি চোখের পানিতে সিক্ত হয়ে উঠতেন। প্রতিদিন রাতে তাঁর আস্তানা মেবারকে মিলাদ শরীফের মাহফিল হত। মাহফিলে মদীনা শরীফ, পাকিস্তান, তুর্কী, মিশর, সিরিয়া, ভারত, আফ্রিকা, সুদান সহ সারা বিশ্ব থেকে যিয়ারতের উদ্দেশ্য আগত লোকজন অংশ নিত। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমারও কয়েক বার সেই মাহফিলে না'ত শরীফ পারিবেশন করার সৌভাগ্য অর্জন হয় এবং

www.dawateislami.net

আমি সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মাহফিলে এক বিশেষ পদ্ধতি এটাও দেখেছি যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মাহফিলের শেষে বিনয়ের কারণে দোয়া করতেন না। তিনি বরং অংশগ্রহণকারী কোন লোককে দোয়া করার জন্য বলতেন। দোয়ার পর প্রতিদিন লঙ্গর শরীফেরও (তাবারুকের) ব্যবস্থা থাকত।

**(শরহে শাজারায়ে কাদেরীয়া আত্তারীয়া, ১৩১-১৩২ পৃষ্ঠা)**

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনার দেখলেন তো! মুসলমান হোক সে মক্কায়ে মুকার্‌রমার বা মদীনা মনওয়ারার বা অন্য কোন দেশেরই হোক না কেন, তাদের মনে ঈমানের নিদর্শন অর্থাৎ **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা থাকবেই এবং তারা **মাদানী আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা প্রকাশের জন্য ইজতিমায়ে মিলাদের আয়োজন করে আসছে এবং ভবিষ্যতেও করতে থাকবে। কিন্তু আমাদের ইজতিমায়ে মিলাদের আদবের দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে, যখনই ইজতিমায়ে মিলাদে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য নসীব হয় তবে প্রথমেই ভালভাবে গোসল করে নিন, পরিস্কার পরিছন্ন পোশাক পরিধান করুন এবং সম্ভব হলে উন্নত সুগন্ধিও লাগান, অতঃপর ইজতিমা ময়দানে গিয়ে যেখানে জায়গা হয় সেখানে বসে দৃষ্টিকে নত রেখে, চুপচাপ নিতান্তই আদব ও সম্মানের সাথে শ্রবন করুন এবং ইজতিমায়ে মিলাদের শেষে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিকিরের সম্মানের নিয়্যতে দাঁড়িঁয়ে সালাত ও সালামও পাঠ করান اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ **আল্লাহ তাআলা** এর অসংখ্য বরকত নসীব হবে।

আলীমে হিজায হযরত শায়খ সায়্যিদ আলুভী বিন আব্বাস মালেকী মক্কী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত সায়্যিদ আব্বাস মালেকী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে এমন এক ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করেন, যে পুরো মাহফিলই দাঁড়িঁয়ে দাঁড়িঁয়ে শুনতেন। যেমনটি তাঁর পিতা বলেন: আমি বাইতুল মুকাদ্দাসে বারভী শরীফের রাতে অনুষ্ঠিত মাহফিলে মিলাদে অংশগ্রহণ করেছিলাম, আমি দেখলাম যে, একজন বৃদ্ধলোক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খুবই আদব ও সম্মানের সহিত দাঁড়িঁয়ে মাহফিলে মিলাদে শরীক ছিলো, যখন কেউ তাকে পুরো মাহফিল দাঁড়িঁয়ে শুনার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তখন তিনি বললেন: আমি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মঙ্গলময় আলোচনা শুনার সময় সম্মানের সহিত দাড়াঁনোকে ভাল মনে করতাম না।

www.dawateislami.net

একদিন স্বপ্নে দেখলাম যে, সে অনেক বড় এক ইজতিমায় শরীক ছিলো এবং লোকেরা **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দাঁড়িঁয়ে আছে, যখন **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমন হলো, তখন সকল মানুষেরা খুবই আদব ও ভক্তি সহকারে **হুযুরের** অভ্যার্থনা জানালো, কিন্তু সে **তাঁর** সম্মানে দাঁড়ালো না, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে ইরশাদ করলেন: "তুমি দাঁড়াতে পারবে না",। যখন তার চোখ খুললো তখন সে দেখলো যে, সে তখনও বসা অবস্থায়। তার এই পেরেশানীতে এক বছর কেটে গেলো কিন্তু সে দাঁড়াতে পারলো না। অবশেষে সে এরূপ মান্নত করলো যে, যদি **আল্লাহ তাআলা** আমাকে এই রোগ থেকে মুক্তিদান করেন, তবে আমি মাহফিলে মিলাদ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দাঁড়িঁয়ে শুনবো। এই মান্নাতের বরকতে **আল্লাহ তাআলা** তাকে আরোগ্য দান করলেন। তখন তার এই অভ্যাস হয়ে গিয়েছিলো যে, সে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানে পুরো মাহফিল দাঁড়িঁয়ে শ্রবণ করেন।

**(আল আ'লাম বিফাতাভী আয়িম্মায়ে ইসলাম হাওলু মওলুদা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام, ৯৪ পৃষ্ঠা)**

**তেরা নাম লে কর জু মাঙ্গে ওহ পায়ে, তেরা নাম লিওয়া হে পেয়ারা খোদা কা।**
**তেরে রুতবা মে জিস নে চুন ও চারা কি, না সমঝা ওহ বদ বখত রুতবা খোদা কা।**

**(যওকে নাত)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## "বসন্তের প্রভাত" রিসালার পরিচিতি

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** নিজের অন্তরে জশ্নে **ঈদে মিলাদুন্নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা বৃদ্ধির জন্য শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর "বসন্তের প্রভাত" নামক রিসালাটি সংগ্রহ করে নিজেও পড়ুন এবং অধিকহারে বন্টনও করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এই রিসালায় মিলাদের মাস উদযাপন করার দলীল কোরআন ও হাদীসের আলোকে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই রিসালায় রবিউল আউয়াল মাসে জুলুসে মিলাদ বের করার এবং এতে অংশগ্রহণ করার পদ্ধতি আর মাহফিলে মিলাদ আয়োজন করার ভাল ভাল নিয়্যত এবং এছাড়াও আরো অনেক মাদানী ফুলও বর্ণনা করা হয়েছে।

www.dawateislami.net

এর পাশাপাশি এই রিসালায় জশ্নে বিলাদতে অংশগ্রহণকারী আশিকানে রাসূলের মাদানী বাহারও বিদ্যমান। সুতরাং আজই এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনার স্টল থেকে ক্রয় করে নিজেও অধ্যায়ন করুন এবং অন্যকেও এর উৎসাহ প্রদান করুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** থেকে এই কিতাবটি পাঠ করতেও পারবেন, ডাউনলোড **(Download)** এবং প্রিন্ট আউটও **(Print Out)** করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** মিলাদে মুস্তফার বরকতে বরকতময় হওয়ার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র উদ্যেগে বাংলাদেশসহ আরো অনেক দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতি বছর **ঈদে মিলাদুন্নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাকজমকপূর্ণ ভাবে উদযাপন করা হয়। রবিউল আউয়ালের **১২**তম রাতে আজিমুশ্শান ইজতিমায়ে মিলাদের ব্যবস্থা করা হয়, **"বসন্তের প্রভাতে"**র নূরানী সোনালী মুহূর্তটির খুবই আদব ও সম্মান এবং অত্যন্ত ভক্তি সহকারে বিনীতভাবে অভ্যার্থনা করা হয় আর ঈদের দিন (**১২** রবিউল আউয়াল) **"মারহাবা ইয়া মুস্তফা"** এর শ্লোগানে অসংখ্য জুলুসে মিলাদ উদযাপন করা হয়, যাতে লাখো আশিকানে রাসূল অংশগ্রহণ করে।

**ঈদে মিলাদুন্নবী তো ঈদ কি ভি ঈদ হে,**
**বিল ইয়াকিঁ হে ঈদে ঈদাঁ ঈদে মিলাদুন্নবী।** (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৮০ পৃষ্ঠা)

## সাপ্তাহিক মাদানী কাজ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে উত্তম সঙ্গ প্রদান করা হয়, এর বরকতে লাখো লোক গুনাহে ভরা জীবন থেকে তাওবা করে নেকীতে ভরা জীবন অতিবাহিত করছে। আপনিও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগান এবং যেলী হালকার **১২**টি মাদানী কাজে অংশগ্রহণ করুন। যেলী হালকার **১২**টি মাদানী কাজের মধ্যে সাপ্তাহিক একটি মাদানী কাজ হচ্ছে, মাদানী মুযাকারায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করা।

www.dawateislami.net

মাদানী মুযাকারার কথা কি আর বলবো, এতে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه থেকে জিজ্ঞাসিত বিভিন্ন প্রশ্নের মনোমুগ্ধকর উত্তরের আদলে ইলমে দ্বীন অর্জিত হয় এবং ইলমে দ্বীনের ফযিলতে রয়েছে যে, হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: **হুযুর পূরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করেন: হে আবু যর! (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) তোমার এই অবস্থায় যেন সকাল হয় যে, তুমি **আল্লাহ তাআলা**র কিতাব হতে এক আয়াত শিখে নিয়েছো, এটা তোমার জন্য ১০০ রাকাত নফল (নামায) আদায়ের চেয়ে উত্তম এবং তোমার এই অবস্থায় সকাল করা যে, তুমি ইলমের একটি অধ্যায় শিখেছো যার উপর আমল করা হোক বা না হোক, তবে তা তোমার জন্য ১০০০ রাকাত নফল (নামায) আদায় করা থেকে উত্তম। ইবনে মাযাহ, কিতাবুস সুন্নাহ, ১/১৪২, হাদীস নং ২১৯) আপনারাও প্রতি সপ্তাহে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করাকে আবশ্যক করুন এবং অন্যান্য ইসলামী ভাইদেরও মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণ করার দাওয়াত দিন, اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ অসংখ্য বরকত অর্জিত হবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ অনেক ইসলামী ভাই মাদানী মুযাকারার বরকতে নিজের গুনাহে ভরা জীবন থেকে তাওবা করে নিয়েছে। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে একটি মাদানী বাহার শ্রবন করি: যেমনিভাবে-

## আমি গুনাহ থেকে তাওবা করে নিয়েছি

ওয়াকেন্ট (পাঞ্জাব, পাকিস্তান) এর ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে; অন্যান্য যুবকের ন্যায় আমিও অসংখ্য মন্দ স্বভাবে লিপ্ত ছিলাম। সিনেমা-নাটক দেখা, খেলা-ধুলায় সময় নষ্ট করা আমার প্রিয় শখ ছিলো। ঘরে মাদানী চ্যানেল চলার বরকতে মাদানী মুযাকারা দেখার সৌভাগ্য নসীব হলো, اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ পূর্ববর্তী গুনাহ থেকে তাওবা করে ফরয ও ওয়াজিবের উপর আমলকারী হয়ে গেলাম, চেহারায় এক মুষ্টি দাঁড়ি সাজিয়ে নিলাম এবং মাদানী পোশাককে আপন করে নিলাম, **আল্লাহ তাআলা** আরো দয়া করলো যে, মা-বাবা আমাকে আনন্দচিত্তে "ওয়াক্‌ফে মদীনা" করে দিলো। (যে সৌভাগ্যবান ইসলামী ভাই নিজেকে দিন রাত মাদানী কাজের জন্য ওয়াকফ করে দেয়, তাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পরিভাষায় "ওয়াক্‌ফে মদীনা" বলা হয়।)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

## জশ্নে বিলাদত সম্পর্কে আত্তারের চিঠি

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের কিছু প্রয়োজনীয় আদব রয়েছে, জশ্নে **ঈদে মিলাদুন্নবী** উদযাপনের আদবের মধ্যে এটাও যে, সকল শরীয়াত বিরোধী কাজ থেকে বেঁচে থাকা, যেমন; গলি অথবা সড়ক ইত্যাদিকে এভাবে সাজানো যে, যাতে গাড়ি এবং পথচারীদের কষ্ট হয়, এটা নাজায়িয। আলোক সজ্জা দেখার জন্য মহিলাদের পর পুরুষের মাঝে পর্দাহীনভাবে বের হওয়া এমনকি পর্দা সহকারেও মহিলাদের প্রচলিত নিয়মে সাধারণভাবে পুরুষদের সাথে মেলামেশা, এটাও খুব দুঃখজনক। সাজ-সজ্জা করতে গিয়ে বিদ্যুৎ চুরি করাও জায়েয নেই। এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে বৈধ পন্থায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করে আলোকসজ্জা করতে হবে। জুলুসে মিলাদে যতদূর সম্ভব অযু রাখুন। নামায জামাআত সহকারে আদায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন।

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه জশ্নে মিলাদ উদযাপন সম্পর্কে নিজের এক চিঠিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল প্রদান করেছেন। আসুন! আমরাও সেই আত্তারের চিঠিটি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ সগে মদীনা মুহাম্মদ ইল্ইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী عُفِيَ عَنْهُ এর পক্ষ থেকে সকল আশিকানে রাসূল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের খেদমতে জশ্নে বিলাদতের আনন্দে উদ্বেলিত সবুজ সবুজ পতাকা ও উজ্জ্বল বাতি ও মনোরম লণ্ঠনগুলোতে চুম্বনরত আন্দোলিত, মধুর চেয়েও মিষ্ট মক্কী ও মাদানী সালাম;

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ  اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ عَلٰى كُلِّ حَال

**তুম বি করকে উনকা চর্চা আপনে দিল চমকাউ,**
**উচে মে উচা নবী কা ঝান্ডা ঘর ঘর মে লেহরাও।**

চাঁদ রাতে এই শব্দগুলো মসজিদে তিনবার ঘোষণা করুন "সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের মোবারকবাদ, রবিউন্ নূর শরীফের চাঁদ দেখা গিয়েছে।"

www.dawateislami.net

**রবিউন নুর উম্মিদো কি দুনিয়া সাথ লে আয়া,**
**দোআও কি কবুলিয়ত কো হাতোহাত লে আয়া।**

পুরুষরা দাঁড়ি মুন্ডানো কিংবা এক মুষ্টি থেকে কম রাখা উভয়টি হারাম। ইসলামী বোনেরা বেপর্দায় চলাফেরা করা হারাম। দয়া করে ইসলামী ভাইয়েরা জশ্নে বিলাদতের সম্মানে চাঁদরাত থেকে **১২** তারিখ পর্যন্ত দাঁড়ি মুন্ডানো এবং ইসলামী বোনেরা বেপর্দা হওয়া যেন ছেড়ে দেন এবং এর বরকতে ইসলামী বোনেরা সর্বদা সম্পূর্ণ শরীয়াত মোতাবেক পর্দা করার এবং সাধ্যমত মাদানী বোরকা পরিধানের নিয়্যত করে নিন। (পুরুষদের দাঁড়ি মুন্ডানো বা এক মুষ্ঠি থেকে ছোট রাখা এবং মহিলাদের বেপর্দা হওয়া হারাম এবং তাড়াতাড়ি তাওবা করে এ সমস্ত গুনাহ্ থেকে বিরত থাকা ওয়াজীব।)

**ঝুক গেয়া কা'বা সবি ভুত মুহ কে বাল আউন্দে গিরে,**
**দবদবা আমদ কা থা, আহলান ওয়া সাহলান মারহাবা।**
**(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৫৭ পৃষ্ঠা)**

সুন্নাত ও নেকী সমূহের উপর স্থায়িত্ব অর্জন করার মাদানী ব্যবস্থাপত্র হচ্ছে এই, সকল আশিকানে রাসূল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা প্রতিদিন **'ফিক্রে মদীনা'** করার মাধ্যমে **"মাদানী ইনআমাতের রিসালা"** পূরণ করে প্রতি মাসের **১ম** তারিখে জমা করানোর নিয়্যত করে নিন। হাত উঠিয়ে বলুন اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ।

**বদলীয়া রহমত কি চায়ে বুন্দিয়া রহমত কি আয়ে,**
**আব মুরাদি দিল কি পায়ে আমদে শাহে আরব হে।**
**(ক্বাবলায়ে বখশিশ, ১৮৪ পৃষ্ঠা)**

সকল আশিকানে রাসূল নিগরান ও যিম্মাদারগণসহ বিশেষভাবে রবিউন্ নূর শরীফে কমপক্ষে ৩ দিনের মাদানী কাফিলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করুন। আর ইসলামী বোনেরা ৩০ দিন পর্যন্ত নিজ ঘরে (শুধুমাত্র পরিবারের সদস্যের নিকট) প্রতিদিন **"ফয়যানে সুন্নাতের"** দরস চালু করুন এবং আগামীতেও নিয়মিত চালু রাখার নিয়্যত করে নিন।

**লুটনে রহমাতে কাফেলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফেলে মে চলো।**
**(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬১১ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

নিজ মসজিদ, ঘর, দোকান, কারখানা ইত্যাদিতে ১২টি বা কমপক্ষে ১টি করে সবুজ পতাকা রবিউন্ নূর শরীফের চাঁদ দেখা যাওয়ার পর থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ মাস উড়াতে থাকুন। বাস, জীপ, ট্রেন, লঞ্চ, স্ট্রীমার, জাহাজ, মালগাড়ী, ট্রাক, ট্রলী, টেক্সি, রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ী ইত্যাদিতে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী পতাকা কিনে বেঁধে দিন। নিজ সাইকেল, স্কুটার এবং কারের সাথেও লাগিয়ে দিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ চারিদিকে সবুজ পতাকার সুদৃশ্য বাহার সকলের দৃষ্টিগোচর হবে। সাধারণতঃ ট্রাকের পিছনে বিভিন্ন প্রাণীর বড় বড় ছবি এবং অযথা কবিতা লেখা থাকে। আমার আবেদন হচ্ছে ট্রাক, বাস মালগাড়ী, রিক্সা, টেক্সি, সুজুকী ও কার ইত্যাদির পেছনে তৎপরিবর্তে নিম্নলিখিত শব্দ সমূহ্ স্পষ্ট অক্ষরে লিপিবদ্ধ করা যায় যে, **"আমি দা'ওয়াতে ইসলামীকে ভালবাসি।"** বাস ও ট্রান্সপোর্টের মালিকেরা মিলে এ বিষয়গুলোর "মাদানী ব্যবস্থা" করুন এবং সগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ এর আন্তরিক দোয়া অর্জন করুন।

**বিশেষ সতর্কতাঃ-** যদি পতাকার মধ্যে না'লাইন শরীফের নক্শা কিংবা অন্য কোন লিখা থাকে, তাহলে এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এটা যেন টুকরা টুকরা হয়ে মাটিতে পড়ে না যায়। যখন রবিউন্ নূর শরীফ চলে যাবে, সাথে সাথে পতাকাগুলি খুলে নিন। যদি সতর্কতা অবলম্বন করতে না পারেন, আর অসম্মানী হয়ে যায়, তবে নক্শা মোবারক ও লিখা ছাড়া খালি সবুজ পতাকা উড়ান। (সগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ ও যথাসম্ভব নিজ ঘরের মধ্যেও খালি সবুজ পতাকা উড়ান।)

**নবী কা ঝান্ডা লেকর নিকলো দুনিয়া পর ছা জাও,**
**নবী কা ঝান্ডা আমন কা ঝান্ডা ঘর ঘর মে লেহরাও।**

নিজ ঘরে ১২টি লরী বাতি বা কমপক্ষে ১২টি বাল্ব দ্বারা আলোকিত করুন, এমনকি মসজিদ ও মহল্লায় ১২ দিন পর্যন্ত আলোকসজ্জা জারী রাখুন। (কিন্তু এ কাজগুলোর জন্য বিদ্যুৎ চুরি করা হারাম। এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সংযোগদাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে বৈধ পন্থায় বিদ্যুৎ লাভের ব্যবস্থা করুন।) সম্পূর্ণ এলাকাকে সবুজ সবুজ পতাকা ও বিভিন্ন রঙের বাতি দ্বারা সজ্জিত করে নব বধুর ন্যায় বানিয়ে ফেলুন।

www.dawateislami.net

মসজিদ এবং ঘরের ছাদে, চৌরাস্তা ইত্যাদিতে, পথচারী এবং আরোহীদের কষ্ট না হয় মত সর্বসাধারণের অধিকার খর্ব না করে রাস্তার খালি অংশে ১২ মিটার বা প্রয়োজন অনুসারে সাইজ করে বড় বড় পতাকা ঝুলিয়ে দিন। রাস্তার মধ্যখানে পতাকা লাগাবেন না। কেননা এতে ট্রাফিক নিয়ম ভঙ্গ হবে। এমনকি গলির ভিতর কোথাও এ ধরণের সাজ-সজ্জা করবেন না, যা দ্বারা মুসলমানদের চলাচলের রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে যায়, আর তাতে তাদের অধিকার খর্ব হয় ও তারা মনক্ষুন্ন হয়।

**মাশরিক ও মাগরীব মে এক এক বামে কাবা পর ভি এক**
**নসবে পরচম হো গিয়া, আহলান সাহলান মারহাবা।** (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৪৬ পৃষ্ঠা)

প্রত্যেক ইসলামী ভাই সাধ্যমত বেশি বেশি করে কিংবা কমপক্ষে ১২ টাকা দিয়ে "মাকতাবাতুল মদীনা" থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন রিসালা ও বিভিন্ন লিফলেট বন্টন করুন। ইসলামী বোনেরাও নিজ ইসলামী বোনদের মাঝে বিতরণ করুন। এভাবে সারা বছর ইজতিমায় রিসালার স্টলের ব্যবস্থা করে নেকীর দা'ওয়াতের সাড়া জাগিয়ে দিন। আনন্দ কিংবা শোকের অনুষ্ঠানে এবং মৃত ব্যক্তিদের ইছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে রিসালার ষ্টল খুলে দিন এবং অপরাপর মুসলমানদেরও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করুন।

**বাট কর মাদানী রসায়েল দ্বীন কো পেলায়ে,**
**করকে রাজি হক কো হকদার জিনা বন জায়ে।**

সগে মদীনার عُفِیَ عَنْهُ লিফলেট **"জশ্নে বিলাদতের ১২টি মাদানী ফুল"** সম্ভব হলে ১১২টি অন্যথায় কমপক্ষে ১২টি আর পারলে **"বসন্তের প্রভাত"** রিসালাটির ১২ কপি "মাকতাবাতুল মদীনা" থেকে হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে বন্টন করে দিন। বিশেষ করে "তানযিমের" ঐ সকল ভাই পর্যন্ত পৌঁছে দিন যারা জশ্নে বিলাদতের সাড়া জাগাচ্ছে। রবিউন্ নূর শরীফে ১২০০ টাকা, যদি সম্ভব না হয় ১১২ টাকা যদি তাও সম্ভব না হয়, তবে শুধু ১২ টাকা (প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে বা মেয়েরা) কোন সুন্নী আলেমের নিকট পেশ করবেন। যদি নিজ মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাদিমের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয় তাও ঠিক হবে। বরং এই খিদমত প্রতিমাসে চালু রাখার নিয়্যত করুন। তাহলে মদীনা মদীনা হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

জুমার দিন দিলে খুব ভাল। কেননা জুমার দিন প্রতি নেকীর ৭০ গুণ বেশি সাওয়াব পাওয়া যায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট শুনে লোকের সংশোধনের খবর পাওয়া যাচ্ছে। আপনাদের মধ্যেও কোন না কোন এমন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হবেন যিনি বয়ানের ক্যাসেট শুনে মাদানী মাহলের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন। তাই এ ধরণের ক্যাসেট লোকদের কাছে পৌঁছানো দ্বীনের বড় খিদমত এবং অপরিসীম সাওয়াবের মাধ্যম হয়ে যাবে। যার পক্ষে সম্ভব হয় তিনি সপ্তাহে, আর না হয় মাসে কমপক্ষে ১২টি বয়ানের ক্যাসেট কিনে নিন। দাতা ইসলামী ভাইয়েরা যদি ফ্রি বন্টন করেন, তবে মদীনা মদীনা হয়ে যাবে। জশ্নে বিলাদতের খুশি উদযাপনে বয়ানের ক্যাসেট বেশি করে বন্টন করুন এবং দ্বীনের প্রচার কার্যে অংশ নিন। বিয়ের সময় কার্ডের সাথে রিসালা, আর সম্ভব হলে বয়ানের ক্যাসেটও একত্রে দিয়ে দিন। ঈদ কার্ডের রেওয়াজ বন্ধ করে তার স্থানে রিসালা, ক্যাসেট বন্টনের প্রথা চালু করুন, যাতে করে যে টাকা খরচ হবে তা দ্বীনের কাজে আসে। আমাকে লোকেরা অনেক দামী দামী কার্ড পাঠিয়ে থাকেন। এতে আমার অন্তর খুশি হওয়ার পরিবর্তে জ্বলতে থাকে। আফসোস! উক্ত কার্ড ক্রয়ে খরচকৃত টাকা যদি দ্বীনের কাজে ব্যয় হতো, তাহলে কতই না ভাল হতো। এমনকি এর উপর লাগানো চমৎকার কারুকার্য দ্বারা অযথা খরচের বাহার দেখে খুবই কষ্ট হয়।

**উনকে দরপে পলনে ওয়ালা আপনা আপ জওয়াব,**
**কুয়ি গরীব নাওয়াজ তো কুয়ী দাতা লাগতা হে।**

বড় শহরের মধ্যে প্রত্যেক এলাকায়ী মুশাওয়ারাত এর নিগরান (উপ শহরের জিম্মাদারগণ উপশহরে) ১২ দিন পর্যন্ত বিভিন্ন মসজিদে আজিমুশশান সুন্নাতে ভরা ইজতিমার আয়োজন করবেন। (যিম্মাদার ইসলামী বোনেরা ঘরের মধ্যে ইজতিমার আয়োজন করবেন।) রবিউন্ নূর শরীফের মধ্যে সংগঠিত সকল ইজতিমায় যার নিকট থাকে সে যেন সবুজ পতাকা নিয়ে আসে।

**লব পর না'তে রাসুলে আকরাম হাতো মে পরচম,**
**দিওয়ানা ছরকার কা কিতনা পেয়ারা লাগতা হে।**

www.dawateislami.net

১১ তারিখ সন্ধ্যায় বা ১২ তারিখ রাতে গোসল করে নিন। যদি সম্ভব হয় ঈদ সমূহের ঈদের সম্মানার্থে সাদা পোশাক, পাগড়ী, মাথাবন্ধ, টুপি, মাদানী চাদর, মিসওয়াক, পকেট রুমাল, জুতা, তাসবীহ, আতরের শিশি, হাতের ঘড়ি, কলম, কাফেলার প্যাড, ইত্যাদি নিজের ব্যবহারের প্রত্যেক জিনিস নতুন কিনে নিন। (ইসলামী বোনেরাও নিজের ব্যবহার সামগ্রী সম্ভব হলে নতুন কিনুন।)

**আয়ি নয়ি হুকুমত সিক্কা নয়া চলে গা,**
**আলম মে রংগ বদলা সুবহে শবে বিলাদত।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আজ আমরা মিলাদ শরীফ উদযাপন কারীদের সম্পর্কে মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করলাম।

- ♣ জশ্নে বিলাদত উদযাপনের বরকতে সৌভাগ্যবান ইব্রাহীম নামক ব্যক্তির যুবক সন্তানের স্বপ্নে জান্নাতে নিজের মরহুম মা-বাবার নৈকট্য নসীব হলো।
- ♣ বিলাদতের রাত, শবে কদরের চেয়েও উত্তম।
- ♣ **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমনের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ যিকিরে মিলাদ করা, হালকা বানিয়ে বসা সাহাবাদের সুন্নাত।
- ♣ জশ্নে মিলাদে মুস্তফার খুশি উদযাপন-কারীদের উপর **হুযুরে দো'আলম, নূরে মুজাস্সম, শাহে বণী আদম, রাসূলে মুহতাশাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুশি হন।
- ♣ জশ্নে মিলাদ উদযাপন করার বরকতে **আল্লাহ তাআলার** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়।
- ♣ জশ্নে মিলাদ উদযাপন করার বরকতে ঘরে রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হয়।
- ♣ জশ্নে মিলাদ উদযাপন করার বরকতে পুরো বছর শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করে।
- ♣ জশ্নে মিলাদে মুস্তফা উদযাপনের বরকতে রিযিকে বরকত এবং বৃদ্ধি হয়। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ শরীয়াতের গন্ডিতে থেকে আশিকানে রাসূলের সাথে মিলে ধুমধামের সাথে জশ্নে বিলাদত উদযাপন করুন।

www.dawateislami.net

জব তলক ইয়ে চান্দ তারে ঝিলমিলাতে জায়েঙ্গে, তব তলক জশ্নে বিলাদত হাম মানাতে জায়েঙ্গে।
উন কে আশিক নূর কি শময়ে জালাতে জায়েঙ্গে, জবকে হাসেদ দিল জালাতে ছটফটাতে জায়েঙ্গে।
হাশর তক জশ্নে বিলাদত হাম মানাতে জায়েঙ্গে, মারহাবা কি ধুম ইয়ারো! হাম মাচাতে জায়েঙ্গে।
যিকিরে মিলাদে মোবারক কেয়ছে ছোড়ে হাম ভালা, জিন কা খাতে হে উনহি কে গীত গাতে জায়েঙ্গে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪১৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

- ♣ জশ্নে মিলাদে মুস্তফা উদযাপন করা, জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায়।
- ♣ জশ্নে মিলাদে মুস্তফা উদযাপন করা, দুনিয়া ও আখিরাতে অসংখ্য মঙ্গল লাভের মাধ্যম।
- ♣ জশ্নে মিলাদে মুস্তফা উদযাপন করা, সম্মান ও বরকতের লাভের উপায়।
- ♣ জশ্নে মিলাদে মুস্তফা উদযাপন করা, বিপদাপদ থেকে মুক্তির উপায়।
- ♣ জশ্নে মিলাদে মুস্তফা উদযাপন করা, জান্নাতে প্রবেশের উপায়।
- ♣ জশ্নে মিলাদে মুস্তফা উদযাপন করা, রহমত অবতীর্ণের উপায়।

**আল্লাহ তাআলা** আমাদের খুবই ভক্তি ও ভালবাসা সহকারে জশ্নে **ঈদে মিলাদুন্নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উদযাপন করার সৌভাগ্য দান করুক।

اٰمِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২/৫৫, হাদীস-১৭৫)

সুন্নাতে আ'ম করোঁ দ্বীন কা হাম কাম করোঁ,
নেক হো জায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

## কথাবার্তা বলার সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১০১টি মাদানী ফুল"** থেকে হাত মিলানোর সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি। ❀ মুচকি হেসে ও উৎফুল্লতার সাথে কথাবার্তা বলুন। ❀ মুসলমানের মন খুশি করার নিয়্যতে ছোটদের সাথে স্নেহ ভরা এবং বড়দের সাথে শ্রদ্ধার ভাব রাখুন। ❀ চিৎকার করে কথাবার্তা বলা থেকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করুন। ❀ একদিনের বাচ্চাও হোকনা কেন ভাল ভাল নিয়্যতে তাদের সাথেও আপনি জনাব করে কথাবার্তা বলার অভ্যাস করুন আপনার চরিত্রও উত্তম হবে সাথে সাথে বাচ্চাও ভদ্রতা শিখবে। ❀ কথাবার্তা কালীন পর্দার স্থানে হাত লাগানো, আঙ্গুলের মাধ্যমে শরীরের ময়লা পরিস্কার করা, অন্যের সামনে বারবার নাক স্পর্শ করা কিংবা নাকে বা কানে আঙ্গুল প্রবেশ করা, থুথু ফেলতে থাকা ভাল অভ্যাস নয়। ❀ যতক্ষণ দ্বিতীয় ব্যক্তি কথা বলবে মনোযোগ সহকারে শুনুন, তার কথা কেটে নিজের কথা শুরু করা সুন্নাত দ্বারা প্রমানিত নয়। কথাবার্তা বলা অবস্থায় সর্বদা মনে রাখবেন যে, বেশি বকবক করাতে প্রভাব নষ্ট হতে থাকে। ❀ কারো সাথে কথাবার্তা বলাতে সঠিক উদ্দেশ্যও থাকা চাই, সর্বদা শ্রোতার যোগ্যতা ও মনমানসিকতা অনুযায়ী কথাবার্তা বলা উচিত। ❀ খারাপ আলাপ ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে সর্বদা দূরে থাকুন গালি গালাজ থেকে বিরত থাকুন। মনে রাখবেন, কোন মুসলমানকে শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া গালি দেওয়া অকাট্য হারাম। (ফতোয়ায়ে রযবীয়াহ, ২১/১২৭) এবং অশ্লীল বাক্যালাপকারীর জন্য জান্নাত হারাম। **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম, যে ব্যক্তি অশ্লীল কথাবার্তার মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করে।"

**(কিতাবুস সামত মাআ মাওসূআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া সম্বলিত, ৭/২০৪, হাদীস নং ৩২৫)**

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলা**য় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

**আশিকানে রাসূল, আয়ে সুন্নাত কে ফুল, দেনে লেনে চলো, কাফেলে মে চলো।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

# দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

## (১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

## (২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

## (৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

## (৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

## (৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

## (৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

**উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

www.dawateislami.net

## (১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

**(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)**

## (২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তাআলা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

**ফরমানে মুস্তাফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

www.dawateislami.net